আমাদেরসময়

তারিখ 14 SEP 2015
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ১৮

সংসদীয় স্থায়ী কমিটির বৈঠক

ভ্যাটবিরোধী আন্দোলন নিরসনে দ্রুত উদ্যোগ নেওয়ার তাগিদ

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

শিক্ষা খাতে আরোপিত ভ্যাট প্রত্যাহারের দাবিতে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের ক্যাম্পাস ছেড়ে রাজপথে আন্দোলনে নামাকে গ্রহণযোগ্য বলে মনে করে না সংসদীয় কমিটি। কমিটির সদস্যরা মনে করেন, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করতেই ছাত্রদের রাস্তায় নামিয়েছে। এজন্য সরকারও দায় এড়িতে যেতে পারে না। এ অবস্থার জন্য সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও শিক্ষামন্ত্রীকেও দায়ী করা হয়। বৈঠকে অতিদ্রুত চলমান ছাত্র আন্দোলন নিরসনে সরকারকে উদ্যোগী হওয়ার তাগিদ দেওয়া হয়।

গতকাল রোববার জাতীয় সংসদ ভবনে অনুষ্ঠিত আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির বৈঠকে এসব আলোচনা হয়। কমিটির সভাপতি সুরঞ্জিত সেনগুপ্তের সভাপতিত্বে বৈঠকে কমিটির সদস্য আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক, আবদুল মতিন খসরু ও সফুরা বেগম উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠক শেষে জাতীয় সংসদের মিডিয়া সেন্টারে সংসদীয় কমিটির বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্ত তুলে ধরার লক্ষ্যে আয়োজিত এক প্রেসব্রিফিংয়ে স্থায়ী কমিটির সভাপতি সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত বলেন, ভ্যাট নিয়ে এরপর পৃষ্ঠা ৯ কলাম ১

ভ্যাটবিরোধী আন্দোলন নিরসনে

(৩ এর পৃষ্ঠার পর) সৃষ্ট সমস্যার সংকট পরিণত হওয়ার আগেই সমাধান করতে হবে। অন্যথায় জটিলতার সৃষ্টি হতে পারে। প্রেসব্রিফিংয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি আরোপিত ভ্যাট পুনর্বিবেচনার আহ্বান জানিয়ে বলেন, আমি আগেও বলেছি; বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করা দরকার। তবে ছাত্ররা যেভাবে রাস্তায় নেমেছে সেটাও গ্রহণযোগ্য নয়।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের উদ্দেশে তিনি বলেন, যেভাবে ছাত্রদের রাস্তায় নামিয়ে দিয়েছেন, তার পেছনটাও দেখতে হবে। যদি অনুমোদন বাতিল হয়ে যায়, তাহলে কোথায় যাবেন? তিনি বলেন, আপনি নন প্রফিটেবল বলে প্রফিট করে নেবেন আর সরকারকে কিছু দেবেন না। তা তো হয় না। তবে যাই হোক সমস্যার দ্রুত সমাধান করতে হবে। সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত শিক্ষামন্ত্রীর উদ্দেশে বলেন, আমাদের শিক্ষামন্ত্রী যেসব হলিস্টিট কথা বলছেন, সেটা ঠিক নয়। আপনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন দিলেন কেন, আর দিলেনই যখন; তাহলে এগুলো চলে না কেন?

এক পর্যায়ে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেন সংসদীয় কমিটির সভাপতি। তিনি বলেন, ৮৩টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। এর মধ্যে অধিকাংশে কি পড়ায়, তা নিয়ে প্রশ্ন আছে। বিশ্ববিদ্যালয় করতে হলে অন্তত একটা ক্যাম্পাস তো থাকতে হয়। অনেকগুলোর তা নেই। কোনো একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষককে চ্যান্সেলর ও ভাইস চ্যান্সেলর করে চালিয়ে দেয়। এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের আরও তীক্ষ্ণ নজরদারি করা জরুরি বলে তিনি উল্লেখ করেন।

দ্রুত মামলা নিষ্পত্তি করতে গিয়ে ন্যায়বিচার বিঘ্নিত করা যাবে না

অপরদিকে মামলার জট নিরসনে 'ঝুলে থাকা মামলা' দ্রুত নিষ্পত্তি করতে গিয়ে ন্যায়বিচার যেন বিঘ্নিত না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে বিচারকদের পরামর্শ দিয়েছে সংসদীয় কমিটি। কমিটির সভাপতি সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত এ বিষয়ে বলেন, মামলাজট নিরসনের লক্ষ্যে দ্রুততার সঙ্গে মামলা নিষ্পত্তির দিকে ঝুঁকছেন সবাই। কিন্তু এক্ষেত্রে ন্যায়বিচারপ্রাপ্তির বিষয়টিও নিশ্চিত করতে হবে। দ্রুত কাজ করতে গিয়ে কোনোক্রমেই বিচারব্যবস্থাকে প্রশ্নবিদ্ধ করা যাবে না।

এ সময় ঝুলে থাকা মামলা নিষ্পত্তিতে মন্ত্রণালয়ের নেওয়া নানাবিধ পদক্ষেপের বিষয় তুলে ধরে তিনি বলেন, দেশের উচ্চ আদালত ও নিম্নআদালতের মামলাজট কমানোর জন্য নানাবিধ উদ্যোগের কথা আইন মন্ত্রণালয় কমিটিকে অবহিত করেছি। আইন মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নিয়েছে। তারা দ্রুত ৫০০ বিচারক নিয়োগের জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগে আবেদন করেছে।